কর্মসংস্থান ব্যাংক

(রাষ্ট্র মালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

বেকার যুবদের বিশ্বস্ত বন্ধু।

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

E-mail : lad@kb.gov.bd

অপারেশন পরিপত্র নম্বর-০৩/২০২০

তারিখ : ২৩ আগস্ট ২০২০

বিষয় : COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ০৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের পত্র নং- ৫৩.০০.০০০০.৪৩২.২০.০০১.১৮-১৪৪ এর মাধ্যমে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদন এবং সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্তে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে মূলধন ঘাটতি বাবদ ২৫০.০০ কোটি টাকা সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হয়েছে। উল্লিখিত টাকা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত/বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেকার যুবদের মাঝে উৎপাদন, সেবা এবং গ্রামীণ এলাকায় ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য ঋণ হিসেবে বিতরণ করা সংক্রান্ত প্রস্তাব ১৯.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ২৮৮তম সভায় অনুমোদিত হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে :

০১. কর্মসূচির নাম : **COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা।**

০২. তহবিলের উৎস : মূলধন ঘাটতি হিসেবে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ।

০৩. ঋণের উদ্দেশ্য

(ক) নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন;

(খ) যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;

(গ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত / বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তরুণ ও বেকার যুবদের গ্রামীণ এলাকায় আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;

(ঘ) উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা;

(ঙ) যোগ্য উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলা;

(চ) নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান;

(ছ) 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' নীতিমালা বাস্তবায়ন;

(জ) মাদক ও বিপদগামীতা হতে যুবদের রক্ষা করা।

০৪. ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা :

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

(খ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত /বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;

(গ) **'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ'** নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাও এক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে;

(ঘ) শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দা না হলে শাখার অধিক্ষেত্রের একজন স্থায়ী বাসিন্দাকে ঋণের গ্যারান্টর হতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারীকে বেকার/অর্ধবেকার হতে হবে;

(চ) সাধারণত: ১৮ থেকে ৫০ বছর হতে হবে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের পুরাতন কর্মক্ষম ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। পুরাতন ঋণগ্রহীতা বলতে ক্রমাগত ঋণগ্রহণকারীকে বুঝাবে এবং কোনো ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধের তারিখ থেকে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের মধ্যে পুন:ঋণের জন্য আবেদন করলে তিনি পুরাতন ঋণগ্রহীতা হিসেবে গণ্য হবেন অর্থাৎ ০১ (এক) বছরের অধিককাল ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত না থাকলে তিনি নতুন ঋণগ্রহীতা হিসেবে গণ্য হবেন ;

(ছ) ঋণগ্রহীতার এবং গ্যারান্টরের জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকতে হবে;

(জ) অন্য কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনো ঋণ খেলাপী এ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন না;

০৫. ঋণের গ্যারান্টর :

(ক) প্রকল্প এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং প্রকল্প এলাকায় যার বাড়ি-ঘর/ জমি-জমা আছে ও ঋণ পরিশোধে সক্ষম আবেদনকারীর পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী/তৃতীয় কোনো ব্যক্তি গ্যারান্টর হতে পারবেন;

(খ) একজন গ্যারান্টর সর্বোচ্চ ০২ (দুই) জন ঋণগ্রহীতার/একটি গ্রুপের গ্যারান্টর হতে পারবেন;

(গ) সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসরণ সাপেক্ষে গ্যারান্টর হতে পারবেন;

চলমান পাতা-০২

(ঘ) কোনো নির্দিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা ঐ জেলার আওতাধীন যে কোনো শাখার উদ্যোক্তার ঋণের বিপরীতে গ্যারান্টি প্রদান করতে পারবেন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার আওতাধীন যে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা এ দুই জেলায় অবস্থিত যে কোনো শাখার উদ্যোক্তার ঋণের বিপরীতে গ্যারান্টি প্রদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে স্থায়ী ঠিকানা যে শাখার আওতাধীন থাকবে ঐ শাখার সাথে ঋণ বিতরণকারী শাখাকে যোগাযোগ করে গ্যারান্টরের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

০৬.	গ্যারান্টরের যোগ্যতা (জামানতবিহীন)	:	ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তি ঋণের গ্যারান্টর হতে পারবেন। সক্ষমতা যাচাইয়ের প্রমাণপত্র হিসেবে হাল খাজনার দাখিলাসহ জমির দলিলপত্রের (এস.এ খতিয়ান/আর.এস খতিয়ান/বি.এস খতিয়ান/সিটি জরিপ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিউটেশনের কপিসহ) সত্যায়িত ফটোকপি/TIN সার্টিফিকেট/চাকুরীজীবী গ্যারান্টরের প্রত্যয়নপত্র/ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ইত্যাদি দাখিল করতে হবে।
০৭.	আবেদনকারী/ গ্যারান্টরের স্থায়ী ঠিকানা	:	নিজ নামে অথবা পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রীর নামে যে এলাকায় বাড়ী থাকবে তাকে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গণ্য করা হবে।
০৮.	ঋণের খাত	:	(ক) কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প; (খ) প্রশিক্ষিত তরুণ / বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেকার যুবদের গ্রামীণ এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানমূলক দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত যে কোনো খাত।
০৯.	ঋণসীমা	:	একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা।
১০.	ঋণের মেয়াদ	:	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর।
১১.	সুদের হার ও হিসাবায়ন পদ্ধতি	:	(ক) সুদের হার: ৯% (সরল সুদ) যা পরিবর্তনযোগ্য ; (খ) কিস্তি খেলাপী/অনিয়মিত ঋণের ক্ষেত্রে : কিস্তি খেলাপের তারিখ হতে ১১% (সরল সুদ) ; (গ) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ক্ষেত্রে : মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ হতে ১১% (সরল সুদ) ; (ঘ) পুন:তফসিলকৃত ঋণের ক্ষেত্রে পরিশোধের জন্য নির্ধারিত কিস্তি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করলে নিয়মিত ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু খেলাপী/অনিয়মিত ও মেয়াদোত্তীর্ণ হলে প্রযোজ্য হারে সুদ ধার্য করতে হবে; (ঙ) সুদ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে এ বিভাগের ১৩ মে ২০১৮ তারিখের ঋণ পরিপত্র নম্বর-০৩/২০১৮ এর নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে।
১২.	ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা	:	বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নিজস্ব ঋণ কর্মসূচির ব্যবসায়িক ক্ষমতা অনুযায়ী।
১৩.	ঋণ বিতরণ পদ্ধতি	:	মঞ্জুরিকৃত ঋণ A/C Payee/Order চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।
১৪.	ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি	:	প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিবেচনা করে ঋণ পরিশোধসূচি মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অথবা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে এককালীন/মাসিক নির্ধারণ করতে হবে।
১৫.	ঋণ কর্মসূচির অধিক্ষেত্র	:	শাখার আওতাধীন এলাকা।
১৬.	জামানতবিহীন ঋণসীমা	:	৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা (নিজস্ব ঋণ কর্মসূচির আওতায় জামানতবিহীন ঋণ নীতিমালার শর্ত প্রযোজ্য)।
১৭.	ঋণের আবেদন	:	(ক) ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে নিজস্ব কর্মসূচির ন্যায় চেকলিস্ট অনুযায়ী অন্যান্য তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে ; (খ) প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ঋণ প্রদানকারী শাখায় ঋণের আবেদন দাখিল করতে হবে।
১৮.	জামানতি সম্পত্তির দলিলাদি গ্রহণ ও মূল্য নির্ধারণ	:	(ক) ঋণের বিপরীতে উদ্যোক্তা/গ্যারান্টরের মালিকানাধীন সম্পত্তির দলিলপত্র জামানত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে; (খ) জামানতি সম্পত্তির মূল্য বাজার মূল্যে নির্ধারণ করতে হবে। সম্পত্তির মূল্য কমপক্ষে সুপারিশকৃত ঋণের ১.৫ গুণ হতে হবে। ভূমি ও অবকাঠামোর মূল্য পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণ করতে হবে; (গ) ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে মাঠকর্মী সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করবেন যা শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হবে; (ঘ) ২.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করবেন।
১৯.	ঋণের জামানত ও চার্জ ডকুমেন্ট	:	(১) <u>৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে (জামানতবিহীন)</u> : (ক) ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টর কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিপি নোট/ডবল পার্টি ডিপি নোট এবং ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার; (খ) ঘূর্ণায়মান ঋণের ক্ষেত্রে লেটার অব কন্টিউনিটি গ্রহণ (স্ট্যাম্পবিহীন); (গ) প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন রাখার জন্য ঋণগ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড; (ঘ) ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির মূল দলিল/দলিলপত্র জমা রাখার জন্য ঋণগ্রহীতার স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি। অথবা তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি ও গ্যারান্টরের সম্পত্তির মূল দলিল/দলিলপত্র জমা রাখার জন্য তার স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি। অথবা তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ও গ্যারান্টরের স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে সম্পত্তির দলিল/পর্চার ফটোকপি (ব্যবস্থাপক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে)।

চলমান পাতা-০৩

(২) ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে :

(ক) ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টর কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিপি নোট/ডবল পার্টি ডিপি নোট এবং ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার;

(খ) ঘূর্ণায়মান ঋণের ক্ষেত্রে লেটার অব কন্টিউনিটি গ্রহণ (স্ট্যাম্পবিহীন);

(গ) প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন রাখার জন্য ঋণগ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড;

(ঘ) ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির মূল দলিল/দলিলপত্র এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা দলিলসহ রেজিস্টার্ড বন্ধকি দলিল। অথবা তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ও গ্যারান্টারের সম্পত্তির মূল দলিল/দলিলপত্র এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা দলিলসহ রেজিস্টার্ড বন্ধকি দলিল;

(ঙ) ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির মূল দলিল/দলিলপত্র জমা রাখার জন্য ঋণগ্রহীতার স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি। অথবা তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি ও গ্যারান্টরের সম্পত্তির মূল দলিল/দলিলপত্র জমা রাখার জন্য তার স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি।

২০.	স্ট্যাম্পের মূল্যমান	:	প্রচলিত স্ট্যাম্প এ্যাক্ট প্রযোজ্য যা পরিবর্তনশীল।
২১.	ঋণ আদায় পদ্ধতি	:	মাঠে আদায়ের ক্ষেত্রে ঋণ আদায় রশিদের মাধ্যমে এবং অফিসে আদায়ের ক্ষেত্রে ডেবিট: নগদ ভাউচারের মাধ্যমে ঋণ আদায় করতে হবে। ঋণ আদায় রশিদ বহির ক্ষেত্রে প্রথম কপি এবং ডেবিট: নগদ ভাউচারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কপি ঋণ পরিশোধকারীকে প্রদান করতে হবে। ঋণ আদায় রশিদ বহির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কপিতে এবং ডেবিট: নগদ ভাউচারের ক্ষেত্রে প্রথম ও তৃতীয় কপিতে ঋণ পরিশোধকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।
২২.	সেইফ ফাইল সংরক্ষণ	:	প্রতিটি ঋণ কেইসের জন্য সেইফ ফাইল সূচী তৈরি করে আলাদা আলাদা সেইফ ফাইল সংরক্ষণ করতে হবে। সেইফ ফাইলে ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র/কাগজপত্রাদি সংরক্ষণ করতে হবে। সেইফ ফাইলগুলি ঋণ বিতরণের ক্রমানুযায়ী সেইফ ফাইল ইনডেক্সিং রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হবে।
২৩.	কেবিএসডিএস হিসাব খোলা	:	ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট শাখায় কেবিএসডিএস হিসাব খোলার অনুরোধ করতে হবে।
২৪.	ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়ী আমানত হিসাব	:	ঋণ বিতরণের সময় বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং ঋণের কিস্তির সাথে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী জমার পরিমাণ সংক্রান্ত এ বিভাগের ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পরিপত্র নম্বর-০৪/২০১৮ যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।
২৫.	মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	:	কোনো ঋণ মেয়াদ শেষে অনাদায়ী থাকলে তা মেয়াদোত্তীর্ণ **COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি** খাতে স্থানান্তর করতে হবে।
২৬.	ঋণ তদারকী	:	ঋণ বিতরণের পর থেকেই প্রতিটি প্রকল্পের তদারকীর নিশ্চয়তা বিধানকরত: আদায় ১০০% নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে শাখা ব্যবস্থাপককে অবহিত করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপক ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয় প্রধানের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন।
২৭.	হিসাব সংরক্ষণ	:	বিতরণকৃত ঋণ সমূহ পৃথক লেজারে ঋণ কেস নম্বর-০১ থেকে শুরু হবে। হিসাবের সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য মাসিক ভিত্তিতে **COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি** Balancing পৃথক ভাবে করতে হবে।
২৮.	মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমের চাঁদা	:	মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম সংক্রান্ত ঋণ আদায় বিভাগের ০৪.০১.২০১৮ তারিখের অপারেশন পরিপত্র নম্বর-০১/২০১৮ অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত ঋণের উপর চাঁদা গ্রহণ করতে হবে।
২৯.	তহবিল প্রাপ্তি ও হিসাবায়ন পদ্ধতি	:	কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক **COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি**-এর আওতায় তহবিল প্রাপ্তি, ঋণ বিতরণ, আদায় ও অন্যান্য হিসাবায়ন পদ্ধতি (কোড নম্বরসহ) যথাসময়ে পরিপত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
৩০.	উপসংহার	:	উপরোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালনপূর্বক ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া হলো। এ বিষয়ে কোন প্রকার অস্পষ্টতা দেখা দিলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে উপমহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও অগ্রিম)-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২৭/৮/২০২০

চলমান পাতা-০৪

সূত্র নম্বর : ৫৩.১৭.০০০০.০৯০.২২.০০৮.২০.১২৩(৩১০) তারিখ : ২৩ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;

০২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;

০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও নিরীক্ষা/পরিচালন ও হিসাব) মহোদয়ের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ;

০৪। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় দায়িত্বে), কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপককে তহবিল প্রাপ্তি, ঋণ বিতরণ, আদায় ও অন্যান্য হিসাবায়ন পদ্ধতি (কোড নম্বরসহ) যথাসময়ে পরিপত্রের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো ;

০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় কার্যালয়ের দায়িত্বে), বিভাগীয় কার্যালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক;

০৬। সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক ;

০৭। সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ;

০৮। বোর্ড সচিব, পর্ষদ সচিবালয় ও জনসংযোগ বিভাগ, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ;

০৯। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ;

১০। অফিস নথি।

২৩.০৮.২০২০

(মেহের সুলতানা)
মহাব্যবস্থাপক
(পরিচালন ও হিসাব)

E:\ Paripotra-2020 Poripatro-BB-250er- 2020.doc Zakir